দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... OCT 05 2006 ...

মাদ্রাসা শিক্ষার স্বাতন্ত্র্যবিনাশী পদক্ষেপ

সরকার একেবারে শেষ মুহূর্তে তড়িঘড়ি করে 'ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধনী) বিল-২০০৬' এবং 'মাদ্রাসা শিক্ষা (সংশোধনী) বিল-২০০৬' পাস করেছে। দেশের মূলধারার মাদ্রাসা শিক্ষাকে চিরকালের জন্য ধ্বংস করে দেয়ার লক্ষ্যে জনমত যাচাই ছাড়াই বিল দুটি পাস করিয়ে নিয়েছে সরকার। ফাজিল-কামিলের মান এফিলিয়েটিং ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে না দিয়ে অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে দেয়া হলে, মাদ্রাসা শিক্ষা তথা ইসলামী শিক্ষা তার স্বাতন্ত্র্য-স্বকীয়তা মর্যাদা ও তাৎপর্য হারাতে বাধ্য। ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আন্দোলন বহু আগের। বিএনপি জোট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে এই দাবী এবং সেই সাথে ফাজিল-কামিলের ব্যাচেলর ও মাস্টার্সের সমমান আদায়ের লক্ষ্যে অব্যাহত কর্ম-তৎপরতা চালিয়েছে বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীন। দেশের খ্যাতনামা আলেম-ওলামা, পীর-মাশায়েখ, ইসলামী চিন্তাবিদ-শিক্ষাবিদ ও শিক্ষক-শিক্ষার্থীরাও এ দাবীর সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেছেন। দ্বিতীয়ত, এই সরকারের আমলেই গঠিত মনিরুজ্জামান শিক্ষা কমিশন ও মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কার কমিটিও এ দাবীর প্রতি গুরুত্বারোপ করে। তৃতীয়ত, একপর্যায়ে সরকারের পক্ষ থেকেও ফাজিল ও কামিলের মান দানের নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। চতুর্থত, এফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে একটি মন্ত্রিসভা সাব-কমিটিও করে দেয়া হয়। এরপরও জোট সরকারের অন্যতম শরিক দলের শীর্ষ ব্যক্তি নিজের দলীয় স্বার্থ চরিতার্থ করতে ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী পাশ কাটিয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে ফাজিল-কামিলের মান দানে মরিয়া হয়ে ওঠেন। মাদ্রাসা শিক্ষার ঐতিহ্য ও চেতনা বিরোধী এই তৎপরতায় দেশের আলেম-ওলামা, পীর-মাশায়েখগণ ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। সিলেট থেকে ঢাকায় লং মার্চ করেন পীর সাহেব কিবলাহ,ফুলতলী। সরকারের টনক নড়ে। প্রধানমন্ত্রী নিজে ফুলতলীর পীর সাহেবকে আমন্ত্রণ জানিয়ে কথা বলেন। এফিলিয়েটিং ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ফাজিল-কামিলের মান দেয়া হবে বলে পীর সাহেবকে প্রতিশ্রুতিও দেন প্রধানমন্ত্রী। এ কারণেই জমিয়াতুল মোদার্রেছীনসহ ইসলামী দল ও সংগঠনের আন্দোলনের কর্মসূচী থেমে যায়। কিন্তু নজিরবিহীন গোপনীয়তায় ক্ষমতার একেবারে শেষ সময়ে উল্লেখিত দুটি বিল পাস করিয়ে নিয়েছে সরকার।

বিরোধী দলের সদস্যরা এ বিলের তীব্র বিরোধিতা করে বলেছেন, সরকার ইসলামী শিক্ষার উন্নয়নের জন্য এ বিল আনেনি। এ বিল পাসের মাধ্যমে সরকারের মোনাফেকী চরিত্রের উন্মোচন ঘটেছে। নির্বাচন সামনে রেখে দেশের ইসলামপ্রিয় মানুষকে ধোঁকা দেয়ার জন্যই মাদ্রাসা শিক্ষার মানোন্নয়নের নামে এই বিল দুটি পাস করা হয়েছে। অর্থাৎ ধর্মের নামে নির্বাচনের বৈতরণী পার হওয়াই এর উদ্দেশ্য। এতে কোন সন্দেহ নেই, যে বিষয়টি এই সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকেই ঝুলে আছে, তড়িঘড়ি করে ক্ষমতার শেষ মুহূর্তে তা পাস করার লক্ষ্য মাদ্রাসা শিক্ষার অগ্রগতি নয়, বরং ইসলামের নামে জনগণকে বিভ্রান্ত করা। উল্লেখ্য, এর আগে কওমী সনদের স্বীকৃতির যে ঘোষণা সরকার দিয়েছে, তাও কুটিল রাজনীতি ছাড়া আর কিছু নয় বলে ইসলামী নেতৃবৃন্দ মনে করেন। কেননা, কওমী সনদের স্বীকৃতির ব্যাপারে গঠিত টাস্কফোর্সের প্রথম সভার সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত পাল্টানো এবং দ্বিতীয় বৈঠকে ৪ বোর্ডের নামে স্বীকৃতির দাবী পুরো বিষয়টিকে বিলম্বিত করার দিকে ঠেলে দেয়ারই অপচেষ্টা মাত্র। জোট সরকারের আমলে একটি শরীক দলের মূল ধারার মাদ্রাসা শিক্ষা বিরোধী বিভিন্ন মতলবী তৎপরতার প্রকাশ নানাভাবে ঘটেছে। সর্বশেষে মাদ্রাসায় ৩০% মহিলা শিক্ষক নিয়োগের অন্যায় নির্দেশ বহাল রাখার সার্কুলার দেয়া হয়েছে। এই নির্দেশ মাদ্রাসাগুলোতে শিক্ষক শূন্যতা সৃষ্টি করে শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত করছে। সর্বোপরি ফাজিল-কামিলের মান দানের নামে সিলেবাসে সাধারণ শিক্ষার বিষয় বৃদ্ধি করে মাদ্রাসা শিক্ষার বিষয় হ্রাস করে এই শিক্ষার স্বকীয়তা বিনাশের আয়োজনও সম্পন্ন করা হয়েছে।

মাদ্রাসা শিক্ষা তথা ইসলামী শিক্ষার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট বজায় রাখার জন্য দেশের আলেম-ওলামা, পীর-মাশায়েখ, ইসলামী চিন্তাবিদ- সকলের আন্তরিক আহ্বানের প্রতি কোন কর্ণপাত না করে এক প্রকার অবজ্ঞা প্রদর্শন করে সরকার তার জোট রাজনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে সংসদে যে বিল পাস করেছে, তা বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী এতে কোন সন্দেহ নেই। বিশেষ করে এফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ফাজিল-কামিলের মান দেয়া হবে বলে প্রধানমন্ত্রী যে প্রতিশ্রুতি দেন, তাকে পাশ কাটিয়ে সংসদে শেষ মুহূর্তে এই বিল পাস করানোকে দেশের ধর্মপ্রাণ মানুষ সহজভাবে গ্রহণ করতে পারবেন না। বরং ইসলামী শিক্ষার প্রতি এক অনাকাঙ্ক্ষিত আঘাত হিসেবে গণ্য হবে এই তৎপরতা। সেই সাথে ইসলামপ্রিয় মানুষের ধর্মীয় আবেগও এতে করে মারাত্মকভাবে আহত করবে। প্রকৃতপক্ষে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে এই বাস্তবতার কারণেই বিল দু'টির ব্যাপারে জনমত যাঁচাইয়ের দাবী ওঠেছিল সংসদে। সরকারী দল এ দাবীর প্রতি কোন তোয়াক্কা না করে তড়িঘড়ি বিল দু'টি পাস করিয়ে নিয়ে ইসলামী শিক্ষা ও ইসলামের প্রতি তাদের যে মনোভাবের পরিচয় রেখেছে, তা দেশের ইসলামপ্রিয় মানুষ হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন না, এটা মনে করার কোন কারণ নেই। তারা সরকারের এই প্রতারণামূলক পদক্ষেপ কখনোই মেনে নেবে না।